যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
৩১ জুলাই ২০১১ রোববার
krishi@jjdbd.com

মনিরুজ্জামান কবির

বাংলামতি

ব্রি-ধান ৩০ এর সাথে ইরি থেকে প্রাপ্ত কৌলিক সারি আইআর ৬৭৬৮৪ বি-এর সাথে সঙ্করায়নের মাধ্যমে ব্রি-৫০ এর গবেষণা শুরু হয়। পরে সাত বছর ধরে প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা চালিয়ে একটি বিশুদ্ধ অগ্রবর্তী সারি নির্বাচন করা হয় যার কৌলিক সারি নং-বি আর ৬৯০২-১৬-৫-১-১। পরে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে বিআর ২৮ জাতের চাষাবাদ উপযোগী এলাকায় ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় এই অগ্রবর্তী কৌলিক সারিটিকে উফশিজাত হিসেবে ছাড় করণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। জাতীয় বীজ বোর্ড ২০০৮ সালে এই অগ্রবর্তী কৌলিক সারিটিকে দেশের প্রথম সুগন্ধি এবং রপ্তানিযোগ্য উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে 'ব্রি-ধান ৫০ এবং জনপ্রিয় 'বাংলামতি' নামে সারাদেশে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

বৈশিষ্ট্য

- অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ব্রি-ধান ২৮ এর চেয়ে খাটো, পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮০-৮৫ সেন্টিমিটার।
- এ ধানের জাতের ডিগ পাতা হেলানো এবং লম্বা।
- এ ধানের দানা পাকিস্তান ও ভারতের বাসমতি জাতের মতো চিকন। তবে দানার অগ্রভাগ একটু বাঁকানো।
- এ জাতের জীবনকাল ১৫২-১৫৫। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২১ গ্রাম।
- উপযুক্ত পরিচর্যায় ব্রি-ধান ৫০ চাষ করলে ৬.০-৬.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

চাষ উপযোগী জমি

বেলে দোঁআশ, এঁটেল দোঁআশ, উঁচু এবং মাঝারি উঁচু জমি ব্রি-ধান ৫০ চাষের জন্য উপযোগী। যে জমিতে ব্রি-ধান ১৮ এর চাষ হয় সে জমিতে ব্রি-ধান ৫০ চাষাবাদ করা যাবে।

বীজ বাছাই, শোধন ও জাগ দেয়া

পুষ্ট বীজ বাছাই করার পর বীজ শোধন করা প্রয়োজন। এক কেজি বীজ শোধন করার জন্য ৩ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ওষুধ এক লিটার পানিতে মিশিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর শোধনকৃত বীজ কাপড় বা চটের ব্যাগে ভরে ঢিলা করে বেঁধে পানিতে ২৪ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর চটের ব্যাগ পানি থেকে তুলে কাঠের ওপর রেখে পানি ঝরাতে হবে। তারপর বাঁশের টুকরি বা ড্রামে শুকানো খড়ের মাঝে বীজের ব্যাগ রেখে তার ওপর আবারো শুকানো খড় দিয়ে ভালোভাবে চেপে তার ওপর ইট বা কাঠ অথবা যে কোনো ভারী জিনিস দিয়ে চাপা দিতে হবে। এভাবে জাগ দিলে ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিনেই ভালো বীজের অংকুর বের হবে এবং কাদাময় বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

বীজতলা তৈরি, বীজের হার ও বপন সময়

দোঁআশ ও এঁটেল মাটি বীজতলার জন্য ভালো। বীজতলার জমি অনুর্বর হলে প্রতি বর্গমিটার জমিতে দুই কেজি হারে অথবা প্রতি শতাংশ জমিতে দুই মণ পচা গোবর বা আবর্জনা সুন্দরভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর জমিতে পাঁচ-ছয় সেন্টিমিটার পানি সেচ দিয়ে দু'তিনটি চাষ ও মই দিয়ে সাত থেকে ১০ দিন রেখে দিতে হবে এবং পানি ভালোভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে। আগাছা, খড় ইত্যাদি পচে গেলে আবার চাষ ও মই দিয়ে থকথকে কাদাময় জমি তৈরি করতে হবে। শেষ জমি তৈরির সময় প্রতি শতক জমিতে ১০ গ্রাম ফুরাডান, ১৬০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৬০ গ্রাম এমপি প্রয়োগ করতে হবে। এরপর তিন মিটার লম্বা ও এক মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে। বেডের ওপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের চ্যাপ্টা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। দুটি বেডের মাঝখানে ২৫-৩০ সেন্টিমিটার নালা রাখতে হবে যা বীজতলায় পানি দিতে এবং প্রয়োজনে পানি নিষ্কাশনে সহায়ক হয়। এক শতক (৪০ বর্গমিটার) পরিমাণ বীজতলায় ৩.৫-৪.০ কেজি বীজ বোনা দরকার। এরূপ ১ শতক বীজতলার চারা দিয়ে প্রায় ২ বিঘা জমি রোপণ করা যাবে। নভেম্বরের ৫ থেকে ২৫ তারিখের (২০ কার্তিক থেকে ১০ অগ্রহায়ণ) মধ্যে বীজ বপন করতে হবে।

চারা রোপণ

অগ্রহায়ণের ২৫ তারিখ থেকে পৌষের ১৫ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ ১০-৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৫-৪০ দিনের চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি গুছিতে ২-৩টি চারা ২-৩ সেন্টিমিটার গভীরতায় রোপণ করা উত্তম। বেশি গভীরতায় চারা রোপণ করলে চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং কুশির সংখ্যাও কমে যায়। সারিবদ্ধভাবে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ১০ ইঞ্চি এবং প্রতি সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১৫ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ৬ ইঞ্চি বজায় রাখতে হবে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করলে চারার দূরত্ব সঠিক হতে হবে।